সিসৃক্ষা

সালমান সুলতান

ভূমিকা

যদি জানতে পারি, আর মাত্র এক বছর বেঁচে থাকবো, তবে কি রেখে যাবো? প্রশ্নটির অন্তরই, এই সৃষ্টির উৎস।

২০০৭ সালের মে মাসের ১৭ তারিখের শুভ্র ভোরে, "মৃত্যুচিন্তা" আমাকে জড়িয়ে ধরে অলৌকিক সোনালী রাস্নার মতো বৃদ্ধি পেতে থাকে; মাত্র কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি তার হৃদয় হয়ে উঠি। তাই এই সৃষ্টিতে কালের অন্তরের রুপকেই ধরতে চেষ্টা করেছি। এই সৃষ্টি আধুনিকদের জন্য। যাঁরা আধুনিক কবিতা বোঝেন, সৃষ্টির নতুন সীমানা নির্ধারণ করতে জানেন, এই সৃষ্টির অন্তর শনাক্তিতে তারা নিশ্চয়ই ব্যর্থ হবেন না। তবে এই সৃষ্টি ব্যর্থদেরকে শনাক্ত করতে চায়; ভন্ডদেরকে নগ্ন করতে চায়; নষ্টদেরকে স্তব্ধ করে দিতে চায়। প্রতিক্রিয়াশীলতা নয়; সীমালঙ্ঘনের স্বপ্ন, মুক্তচিন্তা, বিজ্ঞানমনস্কতা আর প্রথাবিরোধী মনোভাবই এর স্রষ্টার নিয়ন্ত্রক।

ঐ শুভ্র ভোরে, মৃত্যুচিন্তার রাস্নায় জড়িয়ে আমি আমার উপলব্ধির রুপরেখা আঁকতে থাকি পাড়ুলিপিতে। সবকিছুর ভিতরে আমি কবিতা খুঁজে পেতে থাকি; সময় বিস্ময়ের মহাসমুদ্র পাড়ি দিতে থাকে। এক সময়, স্থান ও কালের বিলুপ্তি ঘটে; প্রতিটি শব্দ কবিতা হয়ে উঠতে থাকে, সীমাহীন হয়ে উঠতে থাকে তার ক্ষেত্র। আমার লেখার টেবিলের অভিধানগুলোকে আমার শব্দের কারাগার বলে মনে হতে থাকে। মগজ শব্দের অসহ্য চিৎকার শুনতে শুরু করে। তারপর একসময় অভিধানগুলোকে আমার শব্দের মৃত যাদুঘর বলে মনে হতে থাকে, সত্তায় অনুভূত হয় সুখ, নেমে আসে প্রশান্তির কুয়াশা। শব্দ, অভিধানে চিরবন্দী অথচ চিরস্বাধীন; চিরযৌবনে উন্মত্ত, নিরন্তর সে রুপান্তরিত হয়ে চলেছে,

জন্ম দিয়ে চলেছে অলৌকিক সব অর্থ। উপলব্ধির অনেক কিছুই জটিল প্রতীক হয়ে উঠেছে এখানে। আবার কখনো জটিল সব প্রতীক ঝরে পড়েছে সবুজ ঘাসের পরে শ্রাবণের বৃষ্টির মতো। বিমানবিকীকরণের ফলে অতি তুচ্ছও হয়ে উঠেছে শিল্প; অভাবিত সব সৌন্দর্যের ডানা থেকে ঝরেছে র-চূর্ণ।

ফুলের দিকে তাকালেই আমি ফুলের হৃৎপিন্ডটিকে দেখতে পাই, ঐ ছটফটে হৃৎপিন্ডের সৌন্দর্যই তখন ফুল হয়ে ওঠে। আমি প্রকৃতির সবকিছুর হৃৎপিন্ড থেকেই সূর ছড়ায়ে পড়তে দেখি। তাই আমার এই কবিতাটিতে উপলব্ধির হৃৎপিন্ডটিকেই কবিতা করে তুলেছি। ঐ শুভ্র ভোরে লেখা শুরু না করলে, আর কখনো হয়তো লেখা হয়ে উঠতো না, আমার অনেক কবিতার মতো, এটিও হারিয়ে যেতে পারতো; তাই এর জন্ম এক বিস্ময়, এক অনন্ত অলৌকিক। হাতেগোনা, খুব অল্প কিছু শব্দ এই কবিতায় উঠে এসেছে; কিন্তু এই শব্দগুলোই আমাকে সম্মোহিত করে রেখেছিল, এবং এখনো বারবার ফিরিয়ে নিয়ে যায় ঐ জগতে। এই সৃষ্টির কোনো কোনো অংশ পুনরাবৃত্তিমূলক বলে মনে হতে পারে; কিন্তু আসলে তা সত্তার সীমিত পরিসরে ধ্বনির প্রতিধ্বনিতে হারানো মাত্র। বৈচিত্রহীন প্রথাগত নষ্ট সব কবিতার আক্রমনে সত্তায় পচন ধরতে শুরু করেছিল; তাই আমার, কবিতার অলৌকিক দ্রাক্ষা পান করে সত্তাকে আবার সজীব করে তুলতে ইচ্ছে হয়। সৃষ্টি করি *সিসৃক্ষা* নামের এই দীর্ঘ কবিতাটি।

সিসৃক্ষা, কবিতাকে প্রথাগত জীবন থেকে মুক্ত করবে। কোনো কিছু বা কেউই, তা সে যতো শ্রদ্ধেও আর পবিত্রই হোক না কেনো, সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়; এই সৃষ্টি ও তার স্রষ্টাও নয়। পান্ডুলিপি নেড়েচেড়ে দেখেই অনেকে ভয় পেয়েছেন, বুঝতে পারেননি যে এ কবিতা তাদের জন্য নয়। বর্তমান সম্ভবত ব্যর্থ হবে; এই সৃষ্টিকে যোগ্য ভবিষ্যতের অপেক্ষায় হয়তো সুপ্ত থাকতে হবে দীর্ঘদিন।

সালমান সুলতান
০৫/১৭/২০০৮
স্যান হোসে, ক্যালিফোর্নিয়া

ই-মেইলঃ
salmansultan2001@yahoo.com

0

ঈশ্বরের নাম
অপরাধবোধ

১

০
১ ২
৩ ৪ ৫
৬ ৭ ৮ ৯

২

ঋ ঌ এ ঐ ও ঔ
অ আ ই ঈ উ ঊ

ণ ত থ দ ধ ন
প ফ ব ভ ম
য য়
র ল
শ ষ স হ
ক খ গ ঘ
- চ ছ
জ ঝ এ-
ট ঠ ড ঢ ঢ়

ক্ষ

ৎ ং ঃ ঁ

৩

ঘন বনের মাঝে
এই প্রান্তরের নিচে
ওরা লুকিয়ে রেখেছে
আমার লাশ

মাত্র কয়েকটি মাস
যেতে না যেতেই
সৌন্দর্যের নরম আলো
খেলতে শুরু করেছে
পাতায় পাতায়

শুধু ঐ একটি গাছ
এত আশীর্বাদ পেয়েও
প্রতিদিন
দ্রুত
অনন্ত অন্ধকারের দিকে
ছুটে চলেছে

৪

সময়
আমাকে
নির্জনতায় ঘেরা
নীরবতা ছড়ানো
একটি নিঃসঙ্গ
রাত্রি দাও

আমি তোমাকে
অনন্ত অন্ধকারের মতো
অলৌকিক বিশুদ্ধ
কবিতা দেবো

৫

স্মৃতি

৬

সীমাহীন
নক্ষত্রের জঞ্জালে
তুমি
অলৌকিক বহ্নি

৭

ভয় স্বপ্ন রক্ত বহ্নি মৃত্যু

৮

শুন্যতা

৯

সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা
সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা
সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা
সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা
সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা
সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা
সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা
সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা
সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা
সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা
সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা
সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা
সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা
সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা সত্তা

১০

নক্ষত্র
কবিতা
কবিতা
নক্ষত্র

১১

রিরংসা

১২

গুরু
আমি তোমাকে ভুলিনি

১৩

ঋতু
রুপান্তর
রুপ

১৪

নরকের দারোয়ান

১৫

বই

১৬

এই মুহূর্তে
আমি
তোমাকে ভালবাসিনা
ঘৃণা করি

১৭

স্ফুলিঙ্গ

১৮

অপরুপ

বিন্দুর অনন্ত ইতিহাস

সুখ
সাহিত্য
কাল

১৯

মাত্র
একশো বছরের জীবনে
আমি নষ্ট হতে চাইনা

২০

অর্থ অর্থহীন
অর্থহীন অর্থ

২১

নেশাগ্রস্থের মতো
সৃষ্টি আর ধ্বংস করি
কবিতা

কবিতার সন্ধানে
এই অনন্ত পথে
কবিতা থেকে

হয়তো হারাবে কবিতা
হয়তো রেখে যাবো শুধু
কবিতার সাদা কঙ্কাল

২৩

শরীরে
কবিতার রস মেখে
কাল
কামদগ্ধ যুবতির মতো
সৌন্দর্যের গন্ধ
ছড়াতে চায়
রাত্রির
রহস্যময় বাতাসে

২৪

শব্দ
শুধু শব্দই থাকতে চায়
কিছুতেই
কবিতা হয়ে উঠতে চায়না

ব্যাপক সাধনায়
কবিতা হয়ে ওঠার
সাথে সাথেই
স্বপ্নের মতো ধসে পড়ে

২৫

সাপের ধৈর্য নিয়ে
সময় গেলে সময়

২৬

বিপন্ন সত্তার
চোরাবালিতে
হারায় সময়

২৭

শিকড়

২৮

সত্তায় জন্মে
অপার্থীব রাস্না

২৯

খুব ইচ্ছে হয়
রাতের প্রাণিদের মতো
অন্ধকারে
সহস্র চোখ মেলে
রাত্রির রুপ দেখার

৩০

শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরের
শ্রেষ্ঠ ধর্মের
শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরুর
শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের
অনুগামীদের দেখে
আমি ভিত

তাদের সফল অস্তিত্ব
প্রমান করে
শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরের অনস্তিত্ব

তাই আমি

ধর্মহীন

৩১

কালের ও ধ্যানের কৃপায়
বোধের অন্তরে
প্রকাশ পেয়েছে
অস্তিত্বহীন ঈশ্বরের রুপ

বিস্মিত হয়েছি
দুর্বল
লোভি
ভিতু
অলস
মানুষের কল্পনার
পাতা ছড়ানো
বৃক্ষ দেখে

তাই আমি
নাস্তিক

৩২

আমি পাপি নই
আমার ঈশ্বরের কোনো
প্রয়োজন নেই

৩৩

যে মহান
সে শুধু দিতেই জানে

ঈশ্বরের মতো
হিসাব নিকাশের
ধার ধারেণা

৩৪

কার্ল মার্কস
তসলিমা নাসরিন
হুমায়ুন আজাদ
আহমদ শরীফ
জীবনানন্দ দাস
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শামসুর রাহমান
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
সক্রেটিস
গ্যালিলিও গ্যালিলেই
স্যার আইজ্যাক নিউটন
চার্লস ডারউইন
আলবার্ট আইনষ্টাইন
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী
বার্ট্রান্ড রাসেল

৩৫

মিখাইল লেরমন্তভ
আমাদের সময়কার নায়ক

৩৬

বাংলা বাঙালী বাংলাদেশ

৩৭

যশোর জেলা স্কুল

৩৮

অস্বীকার করার

কিছু নেই

অভাব অন্যায়
আর অবিচারের
মুখ তুমি দেখেছো

কিন্তু কিছুই
করোনি

৩৯

চিহ্ন

৪০

ঈশ্বর

৪১

একা

৪২

নিত্যানন্দ

৪৩

অনন্ত অন্ধকারে
নগ্ন নিঃসঙ্গ
ঋষির মতো
অনন্ত
ধ্যানে মগ্ন
নিঃশব্দের
অতল অন্তর

৪৪

স্বপ্নের হলুদ হৃৎপিন্ড

৪৫

পোকার
আক্রমনে আক্রান্ত

মাটির
নরম শরীরের পরে
পচতে গলতে থাকা
ফলের ভিতরে
শুয়ে আছে
ভবিষ্যতের কবিতা

৪৬

স্বপ্ন
শুয়োপোকার মতো নয়
যে একদিন
প্রজাপতি হয়ে
উড়ে বেড়াবে
নরম রং-িন বাতাসে

৪৭

সব স্বপ্নই
শেষ পর্যন্ত
দুঃস্বপ্ন

৪৮

মাটির গন্ধ মেশানো
ধানের দুধের মতো

মিষ্টি
তোমার অধরের
আধুনিক কবিতা

নক্ষত্রের
ধূলো উড়া রাতে
আত্মা হাটে
ক্লান্ত
সবুজ ঘাসের পরে

হৃদয়ের
বিষন্ন হ্রদে খেলে
অসংখ্য
বিষাক্ত সরীসৃপ

মৃত্যুর হলুদ র-
রক্তে ঘোলা মেঘ
হাসির স্বর্নচূর্ণ
স্বপ্নের ঘন কুয়াশা
রাত্রির নীলহ্রদ
ডানা ভাঙ্গা কবিতা
হৃদয়ের বিতর্কিত নন্দনতত্ত্ব
হিংসার অদৃশ্য সুতো
কল্পনার নরম আর্তনাদ
বোধের স্বর্ণলতা
একনায়ক ঈশ্বরের অসহ্য কল্পনা
দুঃস্বপ্নের হিংস্র মানচিত্র
সত্তার অনন্ত শিকড়

মানবতা

৫২

স্বাধীনতা

৫৩

উপলব্ধি

৫৪

গতকালের আমাকে
আজকের জন্য
ধন্যবাদ

৫৫

ভিতরের থেকে
উঁকি মেরে
পৃথিবীর নষ্ট
রুপ দেখে
উন্মাদের মতো
হেসে ওঠে
সত্তা

৫৬

নিষ্ঠুর নিশীর
বিষাক্ত নিঃশ্বাস

৫৭

আমি নিঃসজ্ঞা নিশীশ্বর

৫৮

স্বপ্নের অনন্ত ধস

৫৯

সত্তার চরে
লাশের সন্ধানে উড়ে
শকুনের ছায়া

৬০

কাল
সৃষ্টি ও ধ্বংস
মহাবিভ্রান্তি

৬১

অরণ্য

৬২

নারী

৬৩

শিল্প

৬৪

আকাশের
নীল রক্তে ভাসে
আমার জীবনের
নোনা স্বাদ

৬৫

স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে
যদি দেখি
শুধুই অন্ধকার
অথবা
শুধুই আলো

৬৬

আমার না জন্মানো
সন্তানের সত্তায়
কি চমৎকারভাবে
বন্দী হয়ে আছে
সময়

৬৭

নরকের অনন্ত অনলে
পোড়ে
স্বপ্নের রচনা সমগ্র

৬৮

কাল ইতিহাস মহাকাল

৬৯

গোপন স্বপ্নের মতো
আমার গোপনতম
কবিতাটি
অন্তরের
অন্ধকার অরণ্যে হারায়

সূর্যের আলোয় ভিজে
শরীর থেকে তার
গলেনা র-ধনু

৭০

অস্তিত্ব অনস্তিত্বের মাঝে
তুমি
মহাকালের ঢেউয়ে
ভাসতে থাকা
ধ্রুবতারা

৭১

জীবন
নিষ্ঠুর নিসর্গের মহাকাব্য

৭২

কাম

৭৩

মা

৭৪

স্বপ্নে
অপরিচিত সব
শয়তানের হুঙ্কার

৭৫

গাছের বাকলের মতো
ঋতুর পরিবর্তনে

শীতের বাতাসে
সত্তা পোড়ে
নগ্ন নিঃসঙ্গা
চাঁদের নিচে

৭৬

সূচিপত্র

অস্তিত্ব/সৌন্দর্য
অর্থ/অনন্ত
জীবন/ইন্দ্রিয়
জ্ঞান/স্পন্দন
শান্তি/প্রেম
সত্য/ক্ষুধা
অর্জন/ধৈর্য
অধিকার/চিন্তা
স্বপ্ন/স্বাধীনতা
শিল্প/কাম
সৃষ্টি/বোধ
সুখ/নীরবতা
ঈশ্বর/দুঃস্বপ্ন
মা/প্রকৃতি
মানবতা/হৃদয়
নষ্টামি/বিবেক
শব্দ/কাল

৭৭

মুক্তি
টকটকে লাল লজ্জার
নগ্ন শরীরে

৭৮

প্রনষ্ট
প্রপঞ্চ
প্রপতন

৭৯

অভিধান

৮০

আমি আদি অন্ধকার
আমি সম্মোহিত
বিভ্রান্ত আলো
আমি অনন্ত শূন্যতা

৮১

অর্থবিজ্ঞান

৮২

আমার কি কখনো
গোলাপের সমালোচনার
সাহস হবে

৮৩

প্রথা
ঐতিহ্য
বিশ্বাস

৮৪

সৌন্দর্য

৮৫

আমার কোনো কবিতাই
ভোরের দোয়েলের
থেকে সুন্দর
কোনো
শিল্প সৃষ্টি করবেনা

৮৬

বিশুদ্ধ কবিতার নাম
পৃথিবী

শুধু
এই নীল বিন্দুতেই
নক্ষত্রের মতো করে
হৃদয় কাঁপে
সম্মোহিত সত্তার

৮৭

অবিশ্বাস

৮৮

সন্দেহ প্রশ্ন সীমালঙ্ঘন

৮৯

শুকুর পাগলা
আফজাল কাকা
দাদার সৎ মা

৯০

কথা

৯১

টাকা

৯২

দিঘীতে
ডুব দিয়ে
নীরবতার
অন্তর থেকে
তুলে এনেছি
এই কবিতাটি

৯৩

ঈশ্বর
আমাকে ধ্বংস করো
কিন্তু কখনো
বলোনা
কি বিশ্বাস করতে হবে
আর কি হবেনা

৯৪

বৃক্ষ

৯৫

মন্মথ মন্দ্র মন্থন

৯৬

নক্ষত্র

৯৭

হৃদয়ে অট্টহাসি নিয়ে
নির্লজ্জের মতো
ভীরু পায়ে এগিয়ে চলে
সভ্যতা

৯৮

ই-মেইল
ইন্টারনেট
স্বাধীনতা

৯৯

প্রজাপতিরা কি জানে
তাদের ডানা থেকে
সারাক্ষণ শুধু ঝরে
স্বপ্নের রঙীন সৌন্দর্য?

১০০

সময়ের বয়স কত?

"ক্ষ" দেখতে কেনো যক্ষা রুগীর মতো?

ঁ এর বিন্দুটিতে কি লুকিয়ে আছে একঝাক নক্ষত্র?

নীরবতার সুর এত মধুর কেনো?

শ্রেষ্ঠ কবিতার উপাধি পেয়ে কবিতা কি সুখি?

১০১

হাস্যকর
ধর্মগ্রন্থ
বলতে চায়
জ্ঞানের কথা

অসুস্থ রচয়িতার
প্রলাপে
খুনি হয়ে ওঠে
নিরীহ মানুষ

১০২

কামগন্ধে ভরা
বসন্তের বাতাস

১০৩

জন্মদিন

১০৪

১৯৫২
১৯৭১
মুক্তিযোদ্ধা
রাজাকার
ব্যর্থ বা-লা একাডেমী
ভবিষ্যত

১০৫

ক্ষীনকালের স্রোত
ধুয়ে নিয়ে গেছে
সবকিছু

তোমার রুপ এখন
মিশেছে
কালের মহাসাগরে

১০৬

তৃষ-া

১০৭

কালের উপহার
তুমি ছিলে আমার সবকিছু
অথচ এখন কিচ্ছু নও

১০৮

ঘাসের অন্তরে
শীতের সন্ধ্যায়
আমার সত্তার মতো
নীরবতা
নেমে আসে

মনে পড়ে
তোমার ঘুমন্ত
মুখ

১০৯

আমার নষ্ট
মাতৃভূমি
আমার কবিতার

শরীরে জন্ম দেয়
যন্ত্রনা

১১০

বা-লার প্রান্তরে
জঙ্গলে
এখনো হারিয়ে রয়েছে
অনেক কবিতা
কবির অভাবে
হয়তো হারানোই
থেকে যাবে চিরকাল

১১১

বেহালা
রাত্রি
বহ্নি

১১২

সময়ই
হিংস্রতম শক্তি

১১৩

অনেক কিছুই
আমার
জানা হবেনা
তাই মানুষ হওয়া
হবেনা কোনদিন

১১৪

ইকারুশ

১১৪

রুপকথা

১১৫

অপেক্ষা

১১৬

দীগন্তে
সাগরের
নোনা জলে
মেশে সূর্যের
রক্ত

১১৭

নীরবে
আমার রক্ত চোষে
সময়

১১৮

সময় ছোটে
খরগোসের মতো
তাই অসহায় মানুষ
স্বপ্ন দেখে
কচ্ছপের

১১৯

বিস্মৃতি

১২০

মৃত্যুভয়ে
নষ্ট হবে সবকিছু
শুদ্ধতম কবিতাটিও
হবে অর্থহীন
সময় উপদেশ দেবে
নির্লজ্জের মতো

১২১

ব্যর্থ ঈশ্বরের চোখে
চোখ রাখতেই
নগ্ন ঈশ্বর
ভয়ে কুকঁড়ে যায়

১২২

কই মাছ
মাছরাঙ্গার ধূসর ছায়া

১২৩

পৃথিবীর সব রোগ
উপেক্ষা করে
স্বার্থপর আমি
শিল্প নামের
রূপসির সাথে
সারাক্ষন মেতে আছি
কামকেলিতে

১২৪

বা-ালী বুঝলাম না

১২৫

আমি
দণ্ডিত সময়ের
খাপ না খাওয়া
দণ্ডিত মানুষ

১২৬

আমি
মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত

১২৭

আমি শুধু
ঈশ্বরহীন পৃথিবী
বুঝতে পারি

সবকিছুই
নির্মল
পরিচ্ছন্ন
স্বাভাবিক

১২৮

উচ্চতা
৩৪,০০০ ফুট

‘ঈশ্বর মহৎ নন‘

স্পর্ধা
অসহায় ঈশ্বর
বিস্মিত দর্শক

১২৯

গনহত্যা

১৩০

প্রায়ই মনে হয়
চোখ বন্ধ করে
উধাও হয়ে যায়
চিরতরে

১৩১

অনিশ্চয়তা

১৩২

গর্ভ

১৩৩

পানি

১৩৪

বিবর্তন তত্ত্ব

১৩৫

আপেক্ষিকতা বাদ

১৩৬

আত্মঘাতি সত্তা

১৩৭

অদ্ভুত আগন্তুক

১৩৮

নবজাতকের
চোখের মতো করে
সত্তা খোঁজে
মানুষের হৃদয়

১৩৯

ধর্ষন

১৪০

নিজের উপরে
বিশ্বাস নেই
পরিস্থিতিতে
হয়ে উঠতে পারি
মানুষখেঁকো

১৪১

মনোবল
জীবন ছিড়ে
সৃষ্টি করতে
চায় জীবন

১৪২

ঘুঘু

১৪৩

পলীমাটি

১৪৪

বোধের বিলুপ্ত বর্ণ

১৪৫

শীতের বাতাসে
পোড়ে
আগুননারী

১৪৬

রাত্রির নিস্তব্ধতায়
জন্মে
হরিণের মতো
নিরীহ কবিতা

১৪৭

অন্ধ শিক্ষক
বিজ্ঞ ছাত্র

১৪৮

সাংঘাতিক সব শয়তান
চরে পৃথিবীর পরে
দরবেশের বেশে

মানুষ আত্মহারা হয়ে
নষ্টের সাথে করে
সঙ্গাম

১৪৯

অন্ধকার
পানির
মতো ঢোকে
ভেতরে

তরল কবিতা
স্বপ্নের করতলে
রাখে আদিম
ক্ষুধা

১৫০

ঘটনায়
ঈশ্বরের প্রবেশের
সাথে সাথেই
সবকিছু বড়
নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে

১৫১

গোলকধাঁধা

১৫২

সময়ের ধাক্কায়
হতাশ সত্তা

১৫৩

অর্থ

১৫৪

পরাবাস্তব

১৫৫

কিম্ভূতকিমাকার

১৫৬

দাদা

১৫৭

শতবর্ষের বৃদ্ধও
স্বপ্ন দেখে
ষোড়সির গর্ভে
পুত্র সন্তানের

১৫৮

প্রথার কাফনে মোড়া
সমকাল

১৫৯

স্মৃতির আকাশে
তোমার হাসি মুখ
আর
সত্তার আকাশে
সেই একই
পুরনো চাঁদ

১৬০

জ্যামিতি

১৬১

হাইআইরোগ্লিফিক্স

১৬২

শয়তানের নষ্টামির
কথা
অনেক হয়েছে জানা
এবার না হয়
জানা যাক
ঈশ্বরের নষ্টামির
কাহিনি

১৬৩

বিস্ময়ের কিছু নেই
মানুষের নৃশংসতা
সীমাহীন

১৬৪

একুশে ফেব্রুয়ারি

১৬৫

সত্যের অন্তরে
একাকার
হয়ে আছে
ইতিহাস
আর
রূপকথা

১৬৬

বেশ্যা

১৬৭

ঘুম

১৬৮

স্তন
যোনি
নিতম্ব

১৬৯

সমকাম

১৭০

মাত্র কয়েকটি পূর্ণিমা
পার করা শিশু
শুয়ে আছে
সাপের শরীর
থেকে মৃত্যু
চুষে
নিয়ে

১৭১

রাত্রির গন্ধের
নীরবতা

১৭২

জামরুলের
নরম ডালে

বসেছিলো
ভোরের শালিক
আমি না লিখলে
কে তাকে
অমর করতো
এই
নষ্ট পৃথিবীতে

১৭৩

কবিতাটির
প্রতিটি শব্দে
জড়ানো
দুঃখের
দীর্ঘশ্বাস

১৭৪

বিজ্ঞান

১৭৫

জোনাকির শরীর
গলা আলোয়
ভেজে আমার
গভীর ঘুমের
স্বপ্ন

১৭৬

নাস্তিক
নরক
নাম

১৭৭

১৭৮

সুখ
উপলব্ধি
প্রশ্ন
দর্শন
লক্ষ্য
সহিষু-তা

১৭৯

একনায়ক
তুমি যখন
প্রান্তরে চরো

জঙ্গল থেকে
ভয়ে ভয়ে
উঁকি মারে
সিংহেরা

বাঘেরা সব
ফিরে যায়
গভীর অরণ্যে

১৮০

তুমি আমি
শুয়ে আছি
পাশাপাশি

তবুও পার্কের
ঐ ঘুঘুর বাসা

আমার কতো কাছে

আর তোমার কাছে
আগের জীবন

১৮১

ধ্যানে মগ্ন
প্রকৃতি

১৮২

বুনো হাঁস
এই প্রথম ও শেষ
দেখা আমাদের

আমরা কেউ কারো
শত্রু নই

১৮৩

নিজের কবিতার
অন্তরে
আমি
এক আগন্তুক
সবকিছু
অপরিচিত

১৮৪

মেঘের মতো
কুয়াশা
এক মুহুর্তেই
কতো
আপন হয়ে

ওঠে

মানুষের কাছাকাছি
আসলেই
আমার যতো
সংশয়

১৮৫

সবই হবে
শুধু যাপিত হবেনা
জীবন

১৮৬

জন্মদিন
বুনোগন্ধ
মৃত্যুচিন্তা

১৮৭

বিলুপ্ত

১৮৮

গালাগালি

১৮৯

শ্রদ্ধা লজ্জা
লজ্জা শ্রদ্ধা

১৯০

জীবন

অনন্ত অন্ধকারের
বিরুদ্ধে
একমাত্র বিদ্রোহ

১৯১

তোমার হিসাব
হারজিতের

আমার হিসাব
মানবতার

১৯২

সতিচ্ছদে কি লেখা
আছে পবিত্র বাণী
যে ছিড়ে গেলে
কেঁপে ওঠবে
ঈশ্বরের আত্মা

১৯৩

যা নিশ্চিত
তার পুঁজোই জীবন

ভুল শুধু জীবনেই
সম্ভব

১৯৪

পঁচা ক্ষতে
কিলবিল করে
কঁড়া পোকা

বিভ্রান্ত ঈশ্বর

হাত পাতে
ঈশ্বরের
কাছে

১৯৫

নন্দন কাননে
বুনোগন্ধ

১৯৬

আরজ আলী মাতব্বর
প্রবীর ঘোষ

১৯৭

লাশের শরীরে
যোনির গন্ধ
কামুক পৃথিবীর
চোখে
পিশাচের হাসি

১৯৮

জর্জ জি হেলার

১৯৯

ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন

২০০

স্যার সালমান রুশদী
জন ম্যাক্সওয়েল কুৎছাই
ওরহান পামুক

গোর ভিদাল
রবার্ট ব্লাই

২০১

অন্যরা সব এগিয়ে যায়
আমি বারবার
সৌন্দর্যে ধাক্কা খেয়ে
হোচট খেয়ে পড়ি

২০২

জাইক্লোন বি

২০৩

সত্তার কৃষ-বিবর

২০৪

বাইরে কেনো
এত পাখির
ডাকাডাকি

মধ্যরাতের অন্তরে
কেনো
জন্ম নিলো
শুভ্র ভোর

২০৫

শুধু
আমার স্মৃতিতেই
তোমার সব সৌন্দর্য
এখনো অটুট

আমি এখনো
অতীতে

২০৬

প্লেবয় ম্যাগাজীন

২০৭

কবিতাটির
শুধু শেষ শব্দটি
মনে পড়ে

‘সৃষ্টি‘

২০৮

কালউত্তীর্ণ হলিউড
ভিন্ন হৃদয়
ভিন্ন ভালবাসা

অলৌকিক যাদুকর
স্থান ও কাল

২০৯

প্রশান্তি

২১০

যশোর
সৌন্দর্য ও নষ্টের
ইতিহাস

২১১

কবিতার
অফুরন্ত উৎস সন্ধানই
জীবন
বাকি সব
বিভ্রান্তি

২১২

কোনো কোনো
সন্ধ্যায়
হৃদয় ধসে পড়ে
রাতের বনের মতো
নীরব হয়ে ওঠে

২১৩

সব সম্পর্কই
কাঁচের মতো
এক সময়
চুরমার হয়ে যায়

২১৪

সত্তার উপকণ্ঠে
হলুদ পাখির মতো
নগ্ন স্বপ্নের
উড়াউড়ি

২১৫

বৃষ্টিতে ভেজা
কদমফুল

২১৬

মাটিতে
ভোরের বকুলের গন্ধ

২১৭

পুকুর পাড়ে
নারকেলের শিকড়ে
জড়ায়ে
ঝাড়বাতির মতো
জ্বলে
থোকা থোকা
শামুকের ডিম

২১৮

মানুষ
এক আজব প্রাণী
বন্দী পাখির কণ্ঠে
শোনে
মহাজাগতিক উল্লাসের
গান

২১৯

স্বপ্নে
সারাক্ষণ তুমি নগ্ন
তোমাকে দেখলেই
তাই
আলোর আড়ালে
ছায়ার মতো
লুকিয়ে পড়ি

২২০

সবকিছুর শেষে
শুধু মৃত্যুই
দেবে
সুখের চুম্বন
শান্তির আলিঙ্গান
আর
অনন্ত সঙ্গাম

২২১

চিরকাল যেন
তোমার চোখে
বন্দী হয়ে থাকে
নক্ষত্রের ঝরা
আলো

২২২

শুধু উন্মাদেরাই
সময়কে
দেখে
সুখের আলোয়

২২৩

সৃষ্টি হচ্ছে
ঘৃণার
নতুন নতুন
সীমানা

ধ্বংস হচ্ছে
অন্য সবকিছু

২২৪

ফাঁসীর দড়ি
নতুবা
সফল আততায়ী
তবুও
চরিত্র নয়

২২৫

আউসহ্বিটজ

২২৬

হিমি

২২৭

তুমি ও আমি
জানতে পারিনি
তবুও
কোথাও না কোথাও
কোনো না কোনো
মানুষ
কোনো না কোনো ভাবে
অবশ্যই
আজ
আরো একবার
জানোয়ার হয়ে উঠেছে

২২৮

হলুদ র-

২২৯

আত্মসমালোচনা

২৩০

বর্তমান

সংশয়
ভয়
আর
দ্বিধার

২৩১

স্বপ্ন ও কালের
নিরন্তর সংঘর্ষ

২৩২

সত্তার ত্বকে
অডেনের মুখের মতো
আলৌকিক চিহ্ন

২৩৩

কবিতার
আর
শান্তি হলোনা
মিললো না সুখ

২৩৪

আর কতোটা
বিবর্তনের পর

আমার ইন্দ্রেয়েরা

তুমি পাশে থাকলেও
টের পাবেনা
তোমার
অস্তিত্ব

২৩৫

রাশিয়া

২৩৬

রক্ত
রক্ত
রক্ত
রক্ত
রক্ত
রক্ত
রক্ত
রক্ত
রক্ত
রক্ত
রক্ত

২৩৭

নতুন ঘাসের
সৌন্দর্যে
আমি পুড়তে পারি
যখন তখন

২৩৮

বাল্যকালের আমি
তাকিয়ে আছে
বর্তমানের আমার দিকে

চোখে তার জল
লজ্জায় নত মাথা
আমার বুকে জ্বলছে তার
স্বপ্নের চিতা

২৩৯

শান্তি

পৃথিবীতে
অনন্ত জীবন

২৪০

এই কবি
হতে পারতো
সম্পূর্ণ ভিন্ন
একজন মানুষ

এই কবিতা
হতে পারতো
সম্পূর্ণ ভিন্ন
এক সৃষ্টি

২৪১

শিশু

২৪২

শৈশবের দুপুরগুলো
তার ছেড়া
বেহালার মতো
সৃষ্টি শক্তিহীন

২৪৩

আমার হৃৎপিন্ডে
একটি শিশু মহাবিশ্ব
সারাক্ষণ শুধু
খিলখিল করে হাসে

২৪৪

১৯৭৯
২০৬৪

২৪৫

কাক

২৪৬

আমি এক
নিঃসঙ্গ জোনাকি
বৈচিত্রহীন
কবিতার বনে
হারানো সত্তা

২৪৭

আজ সকালে
আয়নার সামনে
দাড়াতেই
দেখি
বিশাল এক
ধংসস্তুপের
উপর
বসে আছে
বৃদ্ধ

দোমড়ান
ঈশ্বর

২৪৮

ভন্ড আমি
হা করে
তাকিয়ে আছি
টাকা আর শিল্পের
দিকে

২৪৯

অন্ধকারে
ছাদ থেকে
মাকড়সার মতো
নামে
হিংস্র ঈশ্বর

২৫০

নরক
অন্তর থেকে
শুন্য মাইল

২৫১

নিষিদ্ধ নীরবতা

২৫২

সাহিত্য

নোবেল পুরস্কার
বা-লা একাডেমী পুরস্কার

লজ্জা

২৫৩

অন্তরের বিলুপ্ত চিহ্ন

২৫৪

তোমার চোখে
আমার
নীরবতার নীহারিকা

২৫৫

আধার ও আধেয়

২৫৬

উপমা
রুপক
চিত্রকল্প
বিশৃঙ্খলা

২৫৭

অরুন্ধতী
ভাষা
স্পন্দন

২৫৮

অন্তর্ভেদী
অন্তর্মাধুর্য
অন্তর্মুখ

২৫৯

কোনো মানুষ নেই
শুধু নষ্ট হৃদয়

২৬০

কামকলা
কামক্ষুধা
কামজ্বর
কামরূপ
কামানল
কামাতুর
কামান্ধ

২৬১

তরক্ষু
স্বতন্ত্র্য সত্তা
ওষ্ঠ

২৬২

আমার হৃদয়ও
তোমার মতো
মগজের কাছে
পরাজিত

২৬৩

চশমা
ধাক্কা দিয়ে
সরিয়ে দিক
সব আলো

আলোর ভুবনে
থাকি
অন্ধ হয়ে

২৬৪

লবনাক্ত মহাসাগরে
হারায়েছে
আমার ইন্দ্রিয়ের
সব নদী

২৬৫

অন্য সবার মতো
ইহুদীরাও আমার বন্ধু

২৬৬

সত্তার রোগাক্রান্ত মাথি

২৬৭

আমাদের হৃদয়
সৃষ্টি করতে পারেনি
কোনো পদ্য
জন্ম দিয়েছে শুধু
পরাবাস্তব কবিতা

২৬৮

লুব্ধক

গ্রীষ্ম
বর্ষা

শরৎ
হেমন্ত
শীত
বসন্ত

২৬৯

বহ্নির অলৌকিক মাধ্বী

২৭০

তোমার ললন্তিকা
থেকে ঝরে
নরম সুগন্ধ

২৭১

মগজের কষের
থেকে জন্মে
কবিতা

২৭২

গভীর সমুদ্রের
অদৃশ্য স্রোত
হতে চাই

অমরত্ব চাইনা

২৭৩

প্রথা
ময়ূর
ভ্রুণ

২৭৪

শিল্প
না কি
জীবন

শিল্প

২৭৫

সহস্র জীবনও
অর্থহীন

২৭৬

ইতিহাসের ইতিহাস
লজ্জা ও গর্ব

২৭৭

সকন্টক
সংজ্ঞা
সংসর্গ

২৭৮

রুরু
রুঠ
রুঢ়

২৭৯

জ্ঞানের ধূসর প্রান্তর

২৮০

শিক্ষা

২৮১

কিংবদন্তী

২৮১

পরুষ
বিদ্রুপ
কিংকর্তব্যবিমূঢ়

২৮২

স্পর্ধার সীমাবদ্ধতা

২৮৩

জ্যোতির্বিজ্ঞান

২৮৪

বিশ্ব শান্তি

২৮৫

বিধাতার বিচার

২৮৬

অপন্যাস

২৮৭

বহ্নি

ক্ষুধা
কবিতা
কবিতা
ক্ষুধা

২৮৮

অনন্ত সিসৃক্ষা
সম্মোহিত সত্তা

২৮৯

স্থান
কাল
তাপ
চাপ
ক্ষমতা
মানুষ

২৯০

নিষিদ্ধ গ্রন্থ

২৯১

সৌন্দর্য
মহাতরঙ্গ

২৯২

পাণ্ডুলিপীর রুপরেখা

২৯৩

প্রাণ কালের প্রহসন

২৯৪

পুনর্জীবন
পুনশ্চ
পুনর্মিলন

২৯৫

সত্তার মলিন প্রচ্ছদ

২৯৬

নষ্ট অতীত
নৃশংস বর্তমান
অন্ধকার ভবিষ্যত
পাঠাগার
জীবন

২৯৭

আত্মপ্রকাশ
ভয়

২৯৮

ঘোপ সেন্ট্রাল রোড

২৯৯

সত্তার আধ্যাত্মিক বহ্নি

৩০০

প্রত্যয়

৩০১

নপুংসক

৩০২

ব্যাকরণ

৩০৩

আফ্রিকা

৩০৪

ধর্ম
ক্ষুধা
রুটি

৩০৫

মৃত্তিকা

৩০৬

গুহা
উৎস
স্বপ্ন

৩০৭

বানান

৩০৮

স্পষ্ট
অনন্য
কণ্ঠ

৩০৯

চোখ
অশ্রু
ব্যক্তিত্ব

৩১০

গুজব

৩১১

প্রগতি

৩১২

জীবন্ত

৩১৩

বিশুদ্ধ ত্রিভুজ
না কি
পাললিক ব-দ্বীপ

৩১৪

কুকুর
বাবুই পাখি

৩১৫

ব্যাখ্যা
ঈশ্বরের ষড়যন্ত্র
দানব

৩১৬

রাজনীতি
মানুষ
কলঙ্ক

৩১৭

অসম্ভব
সম্ভব

৩১৮

মানচিত্র

৩১৯

কুসংস্কার

৩২০

দুরুহ প্রতীক

৩২১

শ্রেষ্ঠত্ব

৩২২

দুর্লভ
অশ্লীল
নাটক

৩২৩

কৃষক

৩২৪

যাযাবর

৩২৫

স্বপ্ন ও বাস্তব

৩২৬

বিপ্লব
সংগ্রাম
মুক্তি

৩২৭

নারীবাদ

৩২৮

সিমোন দ্য বোভোয়ার
দ্বিতীয় লিঙ্গ

৩২৯

কবিতা

৩৩০

প্রজাপতি

৩৩১

প্রতীতি

৩৩২

দিদৃক্ষা

৩৩৩

বৈশাখ
জ্যৈষ্ঠ
আষাঢ়
শ্রাবণ
ভাদ্র
আশ্বিন
কার্তিক
অগ্রহায়ন
পৌষ
মাঘ
ফাল্গুন
চৈত্র

স্ত্রৈণ